প্রথম আলো

তারিখ 27 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

গতকাল ছুটির দিনেও রাজধানীর অনেক বিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া হয় —প্রথম আলো

ছুটির দিনেও নগরীতে কর্মচাঞ্চল্য স্কুলে পরীক্ষা, টার্মিনালে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাধারণ ছুটির দিনের তুলনায় গতকাল শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটির দিনটা ছিল অনেক বেশি কর্মচঞ্চল। গত কয়েক দিনের জমে থাকা কাজ সারতে কেউ ছুটেছেন কাঁচাবাজারে, কেউবা বিপণিবিতানে। অনেকেই খোলা রেখেছেন তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। কাজ হয়েছে পোশাকশিল্প কারখানায়। বড়দের চেয়ে শিশুদের সময়টা কেটেছে বিরক্তিতে। কেননা ছুটির দিনটিতে তাদের স্কুলে যেতে হয়েছে, দিতে হয়েছে পরীক্ষাও।

গতকাল সায়েদাবাদ, গাবতলী এবং মহাখালীর আন্তঃনগর বাস টার্মিনাল তিনটিতেই যাত্রীদের ভিড় বেশি ছিল বলে বাসমালিকেরা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ঢাকায় কাজ সারতে বাইরে থেকে লোক যেমন এসেছেন, তেমনি গত চার দিন যারা ঢাকায় আটকে ছিলেন তাঁরাও নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে ভিড় জমিয়েছিলেন।

বড়রা ছুটির দিনের এই যন্ত্রণা মেনে নিলেও মানতে পারেনি শিশুরা। গতকাল ব্যতিক্রম এক শুক্রবারের কবলে পড়ে ফুলকুঁড়ি নার্সারির ছাত্র শান্ত বিশ্বাস বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, বাসায় সবাই ছুটিতে বসে মজা করছে, আর আমি স্কুলে গিয়ে দুটি করে পরীক্ষা দিচ্ছি।

রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারেও পরীক্ষা নিচ্ছে। তবে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখন তীব্র বিরক্তি আর আশানুরূপ পরীক্ষা দিতে না পারার আক্ষেপ দেখা গেছে।

গতকাল শুক্রবার পুরান ঢাকায় শাঁখারীবাজারে পোগোজ স্কুল, টিকাটুলীর সরকারি কামরুন্নেসা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আরমানিটোলা গভ. বয়েস হাইস্কুল, হাম্বাদিয়া উচ্চবিদ্যালয়, আনন্দময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শহীদ-আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস হাইস্কুল, আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বংশাল বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং গ্রীন রোডের ওয়াইডব্লিউসিএ ও ধানমন্ডির ব্রিটিশ স্কুলে খোঁজ নিয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ব্রাদার চন্দন বেনেডিক্ট গোমেজ *প্রথম আলোকে* বলেন, সমস্যা অনেক কিন্তু সমাধান নেই। এখন শিক্ষার্থীরাও চলমান রাজনৈতিক সংকটের শিকার হলো। আমাদের সবারই এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে লক্ষ করা খুব বেশি প্রয়োজন।